প্রথম কিস্তি মাঘ-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাসে যখন ফল ধরা শুরু হয়, দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ (মে-জুন) মাসে, এবং তৃতীয় কিস্তি মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার প্রয়োগের পর পরই পানি সেচ দিতে হবে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন :

চারা রোপণের পর মাটিতে রস রাখার জন্য পানি সেচ দিতে হবে। ভালো ফলনের জন্য ফুল-ফল আসার সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক। এ জন্য খরা মৌসুমে লেবু বাগানে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সেজন্য বৃষ্টি ও সেচের অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

অঙ্গ ছাটাই :

গাছের গোড়ার দিকে জল-শোষক শাখা বের হলেই তা কেটে ফেলতে হবে। এছাড়া গাছের ভিতরের দিকে যে সব ডাল পালা সূর্য্যের আলো পায় না সেসব দুর্বল ও রোগাক্রান্ত শাখা-প্রশাখা নিয়মিত ছাঁটাই করে দিতে হবে। সাধারণত মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) পর্যন্ত অঙ্গ ছাঁটাই করার উপযুক্ত সময়। ছাঁটাই করার পর কর্তিত স্থানে বোর্দোপেস্ট/আলকাতরার প্রলেপ দিতে হবে, যাতে ছত্রাক আক্রমণ না করতে পারে।

রোগদমন :

বিনা থেকে উদ্ভাবিত লেবুর জাতগুলোতে রোগের আক্রমণ অন্যান্য জাতের তুলনায় অনেক কম। তবে আগামরা, স্ক্যাব, সাইট্রাস ট্রিনিং, গামোসিস, ক্যাংকার রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত গাছে বছরে দু'একবার কপার সমৃদ্ধ ছত্রাকনাশক যেমন কুপ্রাভিট-৫০ ডব্লিউ পি অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া অন্য কোন রোগ দেখা দিলে থিওভিট/ডাইথেন এম৪৫/অটোস্টিন এর যে কোন একটি ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পোকা-মাকড় দমন :

লেবু গাছে প্রায়ই সুরঙ্গ পোকা, প্রজাপতি পোকা, ছাতরাপোকা ও জাবপোকার আক্রমণ দেখা যায়। সেক্ষেত্রে ডিম ও কীড়াযুক্ত পাতা সংগ্রহ করে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এ পোকার আক্রমণ দেখা গেলে ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের যে কোন কীটনাশক যেমন ইমিটাফ ২০ এসএল প্রতি লিটার পানিতে ২ মি.লি. হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

অসময়ে ফল ধারণে করণীয় :

- ফল ধারণ মৌসুমে ফল পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- সেপ্টেম্বর মাসে মরা ও অনাকাঙ্খিত ডাল কেটে ফেলতে হবে।
- সেপ্টেম্বর মাসে গাছের গোড়ার চতুর্দিকে কুপায়ে দিয়ে ২ বছর বয়সী প্রতি গাছে ১০০ গ্রাম ডিএপি, ১০০ গ্রাম এমওপি, ৫০ গ্রাম বোরন ও ২০ কেজি পঁচা গোবর দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এর পর পানি সেচ দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাছের মাটিতে রস থাকে।
- ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধে ফুল আনয়নের জন্য ক্লোরিজেন জাতীয় হরমোন স্প্রে করতে হবে এবং ফুল আসার পরে পুনরায় ক্লোরিজেন জাতীয় হরমোন স্প্রে করতে হবে যাতে গাছে ফল ধারণ ভালো হয়।

- গাছে পোকা-মাকড় ও রোগবালাই এর আক্রমণ হলে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।
- গাছের ডাল মাটির দিকে নুয়ে পড়লে তা খুঁটি দিয়ে তুলে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা :

সারা বছরই এ জাতের লেবু উৎপন্ন হয়, তবে ফুল আসার প্রধান মৌসুম হলো জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাস এবং তা থেকে এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। আবার অনেক সময় জুন-জুলাই মাসেও কিছু ফুল আসে এবং তা থেকে সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। তবে সারা বছরই কম-বেশি ফুল আসে এবং সারা বছরই ফল আহরণ করা যায়। ফলের ত্বক তুলনামূলকভাবে মসৃণ ও ফলের রং গাঢ় সবুজ হতে কিছুটা হালকা হয়ে আসলে ফল সংগ্রহ করতে হবে। ফল সংগ্রহ করার পর প্রথমে বাছাই এর মাধ্যমে ভাল ও ত্রুটিপূর্ণ (বাজারজাতকরণের অনুপোযোগী) ফলগুলো আলাদা করতে হবে। তারপর ভাল ফলগুলো গ্রেডিং করে বাজারজাত করতে হবে।

রচনায় :

ড. মোঃ শামছুল আলম মিঠু
এস. এস. ও., উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বিনা

ড. মোহাম্মদ নুরুন-নবী মজুমদার
পি.এস.ও. এবং প্রধান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বিনা

সম্পাদনায় :

ড. মোঃ মাহবুবুল আলম তরফদার
পি.এস.ও. এবং প্রধান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বিনা ও প্রকল্প পরিচালক, বিনা'র গবেষণা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

ড. মোহাম্মদ আশিকুর রহমান
পি.এস.ও. এবং প্রধান, কৃষি প্রকৌশল বিভাগ, বিনা ও উপ-প্রকল্প পরিচালক, বিনা'র গবেষণা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

যোগাযোগ :

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বা.কৃ.বি চত্তর, ময়মনসিংহ-২২০২
ফোন : ০২৯৯৬৬-৬৭৬০১, ৬৭৬০২, ৬৭৮৩৪, ৬৭৮৩৫
ফ্যাক্স : ০২৯৯৬৬-৬৭৮৪২, ৬৭৮৪৩, ৯২১৩১
ওয়েব : www.bina.gov.bd

অর্থায়নে : বিনা'র গবেষণা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

উচ্চ ফলনশীল, বারমাসি ও বীজবিহীন লেবুর জাত :

বিনা লেবু-১, বিনা লেবু-২ ও বিনা লেবু-৩ চাষের উন্নত প্রযুক্তি

ভূমিকা :

উৎপাদনের দিক থেকে পৃথিবীর ফলসমূহের মধ্যে লেবু অন্যতম। স্বাদ, গন্ধ, অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান এবং ঔষধি গুণাগুণের ভিত্তিতে টক জাতীয় ফলের মধ্যে লেবু অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সমাদৃত ফল। লেবুতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি বিদ্যমান রয়েছে। লেবু ফলের খোসা ও পাতায় বিশেষ ধরনের তৈলগ্রন্থি থাকায় তা বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি তেল ও প্রসাধনি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। লেবু থেকে বাণিজ্যিকভাবে সাইট্রিক এসিড এবং খোসা থেকে পেকটিন তৈরি করা হয়। সারা দেশে লেবুর চাষ হলেও মৌলভীবাজার, সিলেট, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, রংপুর, পাবনা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী ও ঢাকা জেলায় সর্বাধিক পরিমাণ লেবু উৎপন্ন হয়। এদেশে লেবু একটি সম্ভাবনাময় ফসল হিসাবে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বা.কৃ.বি চত্তর, ময়মনসিংহ-২২০২
জুন, ২০২৫

কেন বিনা লেবু চাষ করব?

বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে লেবু চাষের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে, মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে লেবু উৎপাদন হওয়ায় বাজার মূল্য অনেক কমে যায়। অন্য দিকে অমৌসুমে লেবুর মূল্য অনেক বেশী থাকে। উক্ত সমস্যা উত্তোরণের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের ফল বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টায় লেবুর তিনটি জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি লেবু জাতীয় ফলের বিভিন্ন রোগ বালাই ও পোকা-মাকড় সনাক্তকরণ এবং তাদের সঠিক দমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। বিজ্ঞানীরা লেবু জাতীয় ফলের বংশবিস্তার পদ্ধতি, চারা রোপণ ও অর্ন্তবর্তীকালিন পরিচর্যা, পানি সেচ ও নিষ্কাশন, আগাছা পরিষ্কার, মালচিং, প্রুনিং, ট্রেনিং, খাদ্যোপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ ও তার প্রতিকারও উদ্ভাবন করেছেন। বর্তমানে এ দেশে যে সকল লেবুর চাষ হয়, তার মধ্যে বিনা উদ্ভাবিত লেবুর জাত অন্যতম। এ জাতের লেবু বারমাসি, বীজবিহীন, উচ্চ ফলনশীল, সুগন্ধিযুক্ত ও রপ্তানিযোগ্য। এ জাতের লেবু অমৌসুমে উপযুক্ত সার, স্যানিটেশন প্রুনিং, পোকা-মাকড় দমন ও উপযুক্ত সেচ প্রয়োগ করে প্রচুর পরিমাণে ফল উৎপাদনের মাধ্যমে সহজেই বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

জলবায়ু ও মাটি :

সুনিষ্কাশিত দো-আঁশ থেকে বেলে দো-আঁশ সম্পন্ন মধ্যম অম্লীয় মাটিতে (পিএইচ ৫.৫- ৬.৫) লেবু ভাল জন্মে। পাহাড়ী ও সমতল উভয় এলাকাতেই লেবু জন্মে। লেবু ১৫০০ মিটার পর্যন্ত উঁচু পাহাড়ে চাষ করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের চরাঞ্চলেও লেবুর চাষ হচ্ছে। লেবু সাধারণত উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু পছন্দ করে। সাধারণভাবে ২৫ ডিগ্রি সেঃ থেকে ৩০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় এদের দৈহিক বৃদ্ধি সবচেয়ে ভাল হয়, ১৩ ডিগ্রি সে. এর নীচে এবং ৪০ ডিগ্রি সে. এর উপরে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

জাত :

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের লেবু উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে এলাচি, কলম্বো, সিডলেস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ থেকে লেবুর ৩টি উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এগুলোর বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

বিনা লেবু-১

ভিয়েতনামের ১টি স্থানীয় জাত হতে বিনা লেবু -১ এর জার্মপ্লাজমটি সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত জার্মপ্লাজমটি বিনার প্রধান কার্যালয় সহ উপকেন্দ্রসমূহে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৌলিক সারিটি সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত সারিটি লেবু চাষ উপযোগী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফলন সন্তোষজনক হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৮ সালে সারিটি বিনা লেবু-১ নামে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হয়।

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য : বিনা লেবু-১ জাতটি সারা বছর ফলন দেয়। ফল ডিম্বাকার, ফলের অগ্রভাগ সুচালো ও সুগন্ধিযুক্ত। পরিপক্ক অবস্থায় কিছু ফলে ২-৩টি বীজ থাকে, তবে অধিকাংশ ফলই বীজশূণ্য। প্রতিটি ফলের ওজন ৯০-১৩০ গ্রাম। ফলের চামড়ার পুরুত্ব ০.৩-০.৪ সে.মি. একটি পরিপক্ক ফলে প্রায় ৩৮ শতাংশ রস থাকে। কলমের চারা রোপণের সময় হতে ১০-১১ মাসের মধ্যে প্রথম ফল পাওয়া যায়।

বিনা লেবু-২

বিনা উদ্ভাবিত লাইন CL-1, জার্মপ্লাজমটি ২০১৪ সালে ভারতের স্থানীয় জাত (Landrace) থেকে কৌলিক সারি হিসেবে সংগৃহীত হয়। এই কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রোপণের মাধ্যমে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য : প্রস্তাবিত জাতটিতে আধুনিক উফশী জাতের লেবুর সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ জাতের লেবুর গাছ লম্বায় মাঝারী ও ঝোঁপালো। কলমের চারা রোপণের কাল থেকে ৭ মাসের মধ্যে ১ম ফুল আসে এবং ১১ মাসের মধ্যে ১ম ফলন পাওয়া যায়। ফল ডিম্বাকৃতি থেকে সিলিন্ডাকৃতির, ফলের অগ্রভাগ সূচাঁলো, বহিরাবণ মাঝারি মসৃণ এবং সুগন্ধিযুক্ত। পরিপক্ক অবস্থায় কিছু ফলে ৩ থেকে ৪টা বীজ থাকে কিন্তু অধিকাংশেই বীজ শূণ্য। ফলের ওজন ১৩০-১৭০ গ্রাম। ফলের চামড়ার পুরুত্ব ০.৩৫-০.৪৫ সে.মি.। ফলে ভিটামিন সি এর পরিমাণ ৩০ মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম এবং রসের পরিমাণ ৩১-৩৫%। রসে এসিডের পরিমাণ ৫.১%। সারা বছর ফল হয়। ফলের প্রধান মৌসুম হলো, মধ্য ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসে ফুল আসে এবং তা থেকে এপ্রিল-আগস্ট মাসে ফল আহরণ করা যায়। তবে সারা বছরই ফল আহরণ করা যায়। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এ জাতের ফলন ৩৫-৫০ টন/হেক্টর পাওয়া যায়।

বিনা লেবু-৩

বিনা উদ্ভাবিত লাইন CL-0021 জার্মপ্লাজমটি ২০১৪ সালে ভারতের শিলং এর স্থানীয় জাত (Landrace) থেকে কৌলিক সারি হিসেবে সংগৃহীত হয়। এই কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রোপণের মাধ্যমে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য : এ জাতটিতে আধুনিক উফশী জাতের লেবুর সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ জাতের লেবুর গাছ লম্বায় মাঝারী ও ঝোঁপালো। কলমের চারা রোপণের কাল থেকে ৯ মাসের মধ্যে ১ম ফুল আসে এবং ১৩ মাসের মধ্যে ১ম ফলন পাওয়া যায় । ফল ডিম্বাকৃতি থেকে সিলিন্ডাকৃতির, ফলের অগ্রভাগ সূচাঁলো, বহিরাবণ মাঝারি মসৃণ, সুগন্ধিযুক্ত এবং বীজ বহুভ্রূণী। পরিপক্ক অবস্থায় কিছু ফলে ২ থেকে ৫টা বীজ থাকে কিন্তু অধিকাংশেই বীজ শূণ্য। ফলের ওজন ১৭৪-২২২ গ্রাম। ফলের চামড়ার পুরুত্ব ০.৪-০.৫ সে.মি.। ফলে ভিটামিন সি এর পরিমাণ ৮৮ মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম এবং রসের পরিমাণ ৪৩-৪৮%। রসে এসিডের পরিমাণ ৭.৪%। ভক্ষণযোগ্য অংশের পরিমাণ ৫৩-৫৮%। এ জাতটি সাইট্রাস গ্রীনিং রোগ প্রতিরোধী। সারা বছর ফল হয়। এক বছরের একটি গাছে ৩০-৭০টি এবং দুই বছরের একটি গাছে ১৫০-২৫০টি ফল পাওয়া যায়। ফলের প্রধান মৌসুম হলো, মধ্য ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসে ফুল আসে এবং তা থেকে এপ্রিল-আগস্ট মাসে ফল আহরণ করা যায়। তবে সারা বছরই ফল আহরণ করা যায়। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এ জাতের ফলন ৪৫-৬৫ টন/হেক্টর পাওয়া যায়।

মাদা তৈরী :

বাণিজ্যিকভাবে চাষ করতে হলে জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে আগাছা ভাল ভাবে পরিস্কার করে জমি তৈরি করা হয়। চারা রোপণ করার ১৫-২০ দিন পূর্বে ৩ মিটার × ৩ মিটার দূরত্বে ৫০ সে.মি -৭৫ সে.মি. আকারের গর্ত করতে হবে। গর্ত করার সময় গর্তের উপরের অর্ধেক মাটি গর্তের নীচে দিতে হবে এবং নীচের অর্ধেক মাটি গর্তের উপরে দিতে হবে। এবার গর্তের উপরের মাটির সাথে ২০ কেজি গোবর অথবা জৈব সার, ৩০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ২০ গ্রাম জিপসাম ও ৩০ গ্রাম বোরণ সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে। উল্লেখিত রোপণ দূরত্ব হিসাবে প্রতি হেক্টর জমিতে বর্গাকার পদ্ধতিতে ১১১১টি এবং হেক্সাগোনাল পদ্ধতিতে ১২৭৭টি চারা লাগানো যায়।

রোপণ পদ্ধতি ও রোপণের সময় :

লেবুর চারা সারি, বর্গাকার এবং ষড়ভূজ প্রণালীতে রোপণ করলে বাগানে আন্তঃপরিচর্যা ও ফল সংগ্রহ সহজ হয়। পাহাড়ী ঢালু জমিতে আড়াআড়ি ভাবে লাইন করে চারা রোপণ করলে মাটির ক্ষয়রোধ হয়। গুটি কলম, জোড়কলম ও কাটিং এর মাধ্যমে তৈরীকৃত চারা এপ্রিল থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত লাগানো যায়, তবে সেচ সুবিধা থাকলে সারা বছর চারা লাগানো যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে, আবহাওয়া যেন শুষ্ক থাকে এবং গর্তে কোন পানি জমে না থাকে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা :

মাদা তৈরী করার ১৫-২০ দিন পর চারা বা কলম রোপণ করতে হয়। গর্তের ঠিক মাঝখানে খাড়াভাবে চারা রোপণ করতে হবে এবং চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হবে। তারপর চারাটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং চারার গোড়ায় ছিটিয়ে পানি দিতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি :

চারা রোপণের পর ভাল ফলন পেতে হলে নিয়মিতভাবে সার প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে বয়স অনুপাতে প্রতি গাছের জন্য সারের পরিমাণ দেওয়া হলো :

গাছের বয়স	সারের নাম ও পরিমাণ					
(বছর)	পঁচাগোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	বোরন (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)
১-২	২০	৩০০	৩০০	৩০০	২০	২০
৩-৫	২৫	৪৫০	৪৫০	৪৫০	৩০	৩০
৬ এবং তদূর্ধ্ব	৩০	৫০০	৫০০	৫০০	৫০	৫০

উল্লেখিত পরিমাণ সার চারা রোপণের তিন মাস পর হতে সমান তিন কিস্তিতে গাছের গোড়া হতে ২০-৪০ সে.মি. জায়গা বাদ দিয়ে চতুর্দিকে ছিটিয়ে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

মুদ্রণ : [illegible], ময়মনসিংহ